টি পি এস দানাবীজ থেকে আলুচাষ

টি-সমেটি

কৃষি বিভাগ

ত্রিপুরা সরকার

আলু দানাবীজ থেকে আলু চাষের পদ্ধতি ঃ

আলু চাষের জন্য আমাদের চাষী ভাইয়েরা বীজ হিসেবে আলুই ব্যবহার করে থাকেন। আলু চাষের মোট খরচের প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশি খরচ করতে হয় শুধুমাত্র এই বীজ আলুর জন্য । বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ অথবা বাইরে থেকে সংগ্রহ ও তার পরিবহণ একটি পরিশ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। আলু উৎপাদন কম হওয়ার একটি মূল কারণ হচ্ছে নিম্নমানের বীজ আলু। আলু চাষে আলুর দানা বীজের ব্যবহার এই সবগুলো অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

আলুর দানা বীজের ব্যবহারের বিশেষ সুবিধাগুলো হচ্ছে ঃ

১। বীজের খরচ বাঁচানো ঃ যেখানে কানি প্রতি ৩০০ থেকে ৪০০ কেজি আলুর দরকার হয়, সেখানে আলুর দানা বীজের প্রয়োজন হবে মাত্র ১৬-১৭ গ্রাম, যার দাম মাত্র ৩২০-৩৪০ টাকা ।

২। বীজ আলুর মাধ্যমে যে সব রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে দানা বীজের মাধ্যমে সেসব রোগ ছড়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই।

৩। আলুর দানা বীজ, শংকর বীজ হওয়ায় উচ্চ ফলনশীল ।

৪। আলুর দানা বীজের সংরক্ষণ খুবই সহজ এবং অনেক দিন ধরেই তা সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা যায়।

৫। বীজ আলুর মতো দানা বীজের কোন পরিবহণ খরচ লাগে না ।

৬। যেহেতু কানি প্রতি উৎপাদন খরচ কম এবং উৎপাদন বেশী হয় তাই আসল লাভ অনেক বেশী।

৭। দানা বীজ দিয়ে আলু চাষ করলে বীজ আলু খাওয়ার আলু হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আলুর দানাবীজ দুইভাবে কাজে লাগানো যায় । যথা —

ক) আলুর চারা লাগিয়ে সরাসরি খাবার জন্য আলু চাষ ।

খ) বীজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ছোট ছোট আলুবীজ উৎপাদন।

দানাবীজ দিয়ে তৈরী করে আলু চাষের পদ্ধতি ঃ

বীজতলায় চারা তৈরী করা ঃ

পুরোনো পঁচা সার শুকিয়ে ভাল করে গুঁড়ো করুন । এবার দুই ফুট নিচ থেকেমাটি বা টিলার ভিতরের অংশ থেকে মাটি এনে ভালো করে গুঁড়ো করে নিন। অর্ধেক মাটির গুঁড়ো ও অর্ধেক গোবর সার ভালো করে মিশিয়ে ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু বীজতলা তৈরী করুন । বীজতলার পরিমাপ হবে এক মিটার প্রস্থ ও ইচ্ছা অনুযায়ী লম্বা । এবার বীজতলার উপরের অংশ সমান করে দশ সেমি অন্তর আধা সেমি গভীর করে দাগ দিন । এই দাগের মধ্যে

আলুর দানাবীজ বপন করুন। প্রতিদিন ঝাঁড়ি দিয়ে জল দিতে হবে। দুপুরের দিকে বেশী রোদ উঠলে ছায়ার ব্যবস্থা করা উচিত। ১৫ দিন পর আরা ছায়ার দরকার হয় না। লিটার প্রতি ১ গ্রাম ইউরিয়া জলে গুলে ১৫ দিন বয়সে ঝাড়ি দিয়ে ভিজিয়ে দিন। দানাবীজ লাগানোর ২৪-২৫ দিন পর চারা তুলে লাগানোর উপযুক্ত হয়। তখন প্রতি চারার ৪টি থেকে ৫টি পাতা দেখা যায়।

মাঠে চারা রোপণ ঃ

যে জমিতে আলু চাষ করবেন সেই জায়গায় কানি প্রতি ৪-৫ টন পঁচা গোবর সার বা কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করে ভালো করে চাষ দিন। এছাড়া রাসায়নিক সার হিসেবে কানি প্রতি ২৭ কেজি ইউরিয়া, ১০০ কেজি সুপার ফসফেট ও ৩৮ কেজি মিউরেট অব পটাস্ মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরী করুন। মাটি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর পূর্ব-পশ্চিমে লাঙ্গলের সাহায্যে ১৫ সেঃমিঃ গভীর করে ৬০ সেঃমিঃ অন্তর কেইল তৈরী করতে হবে। কেইল তৈরী হয়ে যাওয়ার পর চারা লাগানোর আগের দিন নালীতে জল দিন যাতে কেইলের আধাআধি উচ্চতা পর্যন্ত মাটি ভিজে থাকে। এবার কেইলের উত্তর দিকে আধাআধি উচ্চতায় ১৫ সেঃমিঃ দূর দূর চারা লাগান। চারা এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে বীজ থেকে বেরুনো প্রথম পাতা দুটি কাণ্ডের যে অংশ থেকে বেরিয়েছে সে অংশ মাটির নীচে থাকবে। লাগানোর পর নালীতে আধাআধি উচ্চতা পর্যন্ত জল দেবেন।

৩০-৩৫ দিন বয়সে কানি প্রতি ২৭ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। চাপান সারা দেওয়ার পর কেইলের এমনভাবে তুলুন যাতে চারাগুলো এখন কেইলের মাঝামাঝি থাকে।

রোগ পোকা থেকে ফসল রক্ষা করতে সুসংহত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। চারা রোপণের ৮০ থেকে ৮৫ দিন বয়স পর্যন্ত ৬-৭ দিন পর পর জল দিয়ে তারপর জল দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এবার ৭ দিন পর অর্থাৎ ৯০ দিন বয়সের সময় মাটির উপরের পাতা ও কান্ড কেটে ফেলুন। আরো ৭-১০ দিন পর মাটি থেকে আলু তোলার উপযুক্ত হবে।

প্রত্যাশিত ফলন — কানি প্রতি ৪০-৪৫ কুইন্টাল।

দানাবীজ থেকে ছোট বীজ আলু (টিউবার লেট) তৈরী করার পদ্ধতি

টিউবার লেট কি ? — দানা বীজ থেকে তৈরী ১০-২০ গ্রাম ওজনের ছোট ছোট বীজ আলু যা কানি

প্রতি ১০০-১১০ কে.জি. প্রয়োজন হয়। বর্তমানে দুই পদ্ধতিতে টিউবার লেট তৈরী করা যায়। ক) এক সারি পদ্ধতি। খ) দুই সারি পদ্ধতি ।

এক সারি পদ্ধতি —

অর্ধেক শুকনো গোবর সার ও অর্ধেক দুই ফুট নীচের মাটি অথবা টিলার মাটি মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ দিয়ে ১ মিটার চওড়া ও প্রয়োজনমত লম্বা ১৫ সেঃমিঃ উঁচু বীজতলা তৈরী করুন । ২টি বীজতলার মধ্যে ৫০ সেঃমিঃ অন্তর রাখুন । ৩ স্কোঃমিঃ মাত্রায় ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৯০ গ্রাম সুপার ফসফেট এবং ৭৫ গ্রাম মিউরেট অব পটাস মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এবার ২ থেকে ৩টি দানাবীজ আধা সেঃমিঃ গভীরতায় বুনতে হবে । সারি থেকে সারির এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ২০X৪ সেঃমিঃ । দানাবীজ থেকে ৮-১০ দিন পর চারা বেরুতে শুরু করে । প্রতিদিন ঝাড়ি দিয়ে জল দিতে হবে । দানাবীজ লাগানোর ৩০ দিন পর আরও ৭-৮ সেঃমিঃ উচ্চতা পর্যন্ত উপরিউক্ত মাটি ও গোবর সারের মিশ্রণ গাছের গোড়ায় দিতে হবে। প্রতি স্কোঃ মিটার প্লটের জন্য প্রতিবারে ৫ গ্রাম ইউরিয়া মাটি এবং গোবর সারের সঙ্গে মিশিয়ে ৩০, ৪৫ এবং ৬০ দিনের মাথায় চাপান সার হিসেবে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

দুই সারি পদ্ধতি —

একসারি পদ্ধতিতে যেভাবে জমি তৈরী করা হয় ঠিক সেই ভাবেই জমি তৈরী করুন । এখন ৪০ স্কোঃ মিটার আয়তাকার ১৫ সেঃমিঃ উঁচু বীজতলা তৈরী করতে হবে। এই পদ্ধতিতে সারি থেকে সারি এবং বীজ থেকে বীজের ১০X৪ সেঃমিঃ দূরত্বে বীজ বুনুন । প্রতি দুই সারি অন্য দুই সারির মধ্যকার দূরত্ব ৩০ সেঃমিঃ রাখতে হবে।

প্রতি স্কোঃ মিটারের প্লটের জন্য প্রতিবারে ৫ গ্রাম ইউরিয়া, মাটি এবং গোবর সারের সঙ্গে মিশিয়ে ৩০, ৪৫ এবং ৬০ দিনের মাথায় চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করে এমনভাবে কেইল তুলুন যাহাতে প্রতি দুই সারি একই কেইল-এ চলে আসে, যেমনটি করে আলুর কেইল তোলা হয়।

.....

টি-সমেটি, লেম্বুছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত এবং
সানগ্রাফিকস, আগরতলা কর্তৃক মুদ্রিত।
সৌজন্যে ঃ হর্টি কালচার রিসার্চ কমপ্লেক্স, নাগিছড়া, ৭৯৯০০৪, আগরতলা।